দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 12 JAN 2010
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

হাই রিস্ক হাই রেট

বাংলাবাজারে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই বিক্রি থেমে নেই

নেপথ্য কাহিনী

নুরুল ইসলাম

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লাখ লাখ নোট ও গাইড ছেপেছেন বাংলাবাজারের ব্যবসায়ীরা। গোডাউনে রক্ষিত কোটি কোটি টাকার নোট ও গাইড বই বিক্রির কৌশল হিসেবে ধর্মঘটকে বেছে নিয়েছেন তারা। তাদের ধারণা ধর্মঘট ডেকে সরকারকে চাপে ফেলে ফায়দা হাসিল হলেও হতে পারে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্যদের সাথে আলাপচারিতায় এই ধর্মঘটের নেপথ্যে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নিষিদ্ধ ঘোষণার পরেও বাংলাবাজারের ব্যবসায়ীরা নোট ও গাইড ছাপানো বন্ধ করেননি। বরং নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে বেশি লাভ করা যাবে এ ধারণা মাথায় রেখে এগিয়েছেন তারা। এখনও বাংলাবাজারে দেদারছে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই বিক্রি হচ্ছে। তবে অতি গোপনে। দোকান বা শো-রুমে নোট বা গাইড বই না রেখে গোডাউনে রেখে সেখান থেকে খুচরা বিক্রেতাদের সরবরাহ করা হচ্ছে। বিক্রেতারা জানান, ঢাকা শহরে র‌্যাব-পুলিশের ভয়ে তারা নোট ও গাইড বই বিক্রি করার সাহস পান না। কিন্তু সারাদেশের জেলা ও মফস্বল শহরগুলো থেকে প্রতিদিন শত শত খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ী বাংলাবাজার থেকে নোট ও গাইড বই কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে নিষিদ্ধ বলে বইগুলো কেউই প্রকাশ্যে নিচ্ছে না। কুরিয়ার সার্ভিস বা পার্সেলের মাধ্যমে সেগুলো চলে যাচ্ছে গন্তব্যে। এ কাজে ব্যবসায়ীদের কিছু বাড়তি টাকা খরচ করতে হচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করার জন্য। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ব্যবসায়ী জানান, যে নোট বইটির দাম গত বছরও ছিল ১শ' টাকা এ বছর তার দাম ধরা হয়েছে ১শ' ৮০ টাকা। বাংলাবাজারে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বিক্রির ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে। একেবারে পরিচিত, বিশ্বস্ত ও পুরাতন ক্রেতা ছাড়া কারো কাছেই স্বীকার করা হচ্ছে না নোট বা গাইডের কথা। দোকানের কর্মচারীদেরও সেভাবে নির্দেশনা দেয়া আছে। এমনও ঘটনা ঘটছে

পৃঃ ৫ কঃ ৪

হাই রিস্ক হাই রেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে, মফস্বল থেকে আগত একজন ক্রেতা এসে বলেছেন, তিনি পুরাতন ব্যবসায়ী। প্রতিবছর নোট বা গাইড কিনে থাকেন। কিন্তু দোকানের কর্মচারীরা তাকে শনাক্ত করতে পারেননি না। সেক্ষেত্রে তারা দোকানের চালান বই বের করে ওই ক্রেতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। এরপর কর্মচারী তাকে দোকান থেকে বাইরে গোপন স্থানে নিয়ে তালিকা ধরিয়ে দিচ্ছেন। ক্রেতাদের প্রথমে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, নিষিদ্ধ বলে মূল্য বৃদ্ধির কথা। এতে রাজি হলে অগ্রিম টাকা নিয়ে ঠিকানা রেখে দিতে বলা হচ্ছে, সময়মতো পেয়ে যাবেন। কেউ তাতে রাজি না হলে তার কাছে নোট বই বিক্রি করা হচ্ছে না। একাধিক ব্যবসায়ী জানান, বাংলাবাজারে এখন একটা কথা প্রচলন বেশি। তা হলো 'হাই রিস্ক, হাই রেট'। কেউ রিস্ক না নিতে চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সূত্র জানায়, বাংলাবাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এবার 'সবচে' বেশি নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই ছেপেছে জুপিটার, লেকচার, প্রজাপতি, জননী, মেঘদূত, নিউ গায়েত্রী, কাজল ব্রাদার্সসহ বেশ কয়েকটি নামীদামী পাবলিশার্স। এদের ছাপানো বইয়ের সংখ্যা কয়েক লাখ। যেগুলো বাংলাবাজারের গোপন গোডাউন ছাড়াও সূত্রাপুরের হৃষিকেশদাস রোড, চকবাজার, উত্তরা, লালবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। সূত্র বলেছে, এমনকি এসব স্থানের প্রেসগুলোতে এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার নোট বই ছাপা চলছে।' এখানেই শেষ নয়, বাংলাবাজারের প্রবেশপথে ফুটপাতগুলোতে প্রতিদিনই প্রকাশ্যে নোট ও গাইড বই বিক্রি হচ্ছে। এজন্য পুলিশকে প্রতিদিন মোটা অংকের টাকা দিতে হচ্ছে বলে ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা জানান। একজন ক্রেতা গতকাল জানান, তিনি ২৫ টাকা দামের একটি গাইড ৪৫ টাকায় কিনেছেন। যে বইটি তিনি কিনেছেন সেটি ফুটপাতে প্রকাশ্যে সাজানো ছিল। রাজধানীর অনেক ক্রেতাই এখন নিষিদ্ধ নোট বই কেনার জন্য বাংলাবাজারের প্রবেশপথের ফুটপাতে ভিড় জমাচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, এতোদিন তারা জানতেন বাংলাবাজারের বই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট অনেক শক্তিশালী। তারা যে কোনভাবেই হোক প্রশাসন বা সরকারকে ম্যানেজ করতে সক্ষম। বই ছাপানোর আগেও প্রকাশক সমিতির নেতারা এমনই আশ্বাস দিয়েছিলেন। এজন্য যারা নোট বই ছেপেছেন তাদের জন্য মোটা অংকের চাঁদাও নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সরকারের কঠোর অবস্থানের কাছে নেতারা পেরে উঠতে পারেননি। এতে করে অনেক ব্যবসায়ীই লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে ক্ষতির আশংকায় পড়েছেন। সেসব ব্যবসায়ীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই 'ধর্মঘট' ডাকা। কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, নেতারা তাদের এখনও আশ্বাস দিচ্ছেন, যে কোনভাবেই হোক তারা সরকারকে ম্যানেজ করবেন। ম্যানেজ করতে না পারলে আন্দোলন করে দাবি মানতে বাধ্য করবেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহেরের কাছে জানতে চাইলে গতকাল তিনি ইনকিলাবকে বলেন, সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নোট বা গাইড বই ছাপা হয়ে যায়। যেহেতু গত বছরের ডিসেম্বরের ১২ তারিখ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত মামলা স্থগিত ছিল। সেহেতু তার আগেই কোটি কোটি টাকার বই ছাপা হয়ে গেছে। এ কারণেই আমরা বিষয়টি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দেখার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আবু তাহের গোপনে নোট বই বিক্রির কথা স্বীকার করে বলেন, চাহিদার কারণেই সেগুলো বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে কোন কর্মসূচী দিবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনও সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেইনি।